এখনো বাইরে কেন, উইল?

অশোক মুখোপাধ্যায়

বাংলা থিয়েটারের আধুনিক পর্বে শেক্সপীয়ার অবহেলিত। কেন, তা ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা সহজ নয়। বিদেশী নাটক, নাট্যকার, এমন কি বিদেশী নাট্য - ঐতিহ্য পর্যন্ত আমরা গত তিরিশ চল্লিশ বছরে কত হজম করে ফেললাম। কিন্তু শেক্সপীয়ারকে হজম তো দূরের কথা ভালো করে কামড়ে দেখতে সাহস পেলাম না।

আমি থিয়েটার করছি গত বিশ -বাইশ বছর। নাটক দেখছি গত পঁচিশ বছর ধরে। এর মধ্যে কলকাতায় তাবৎ গ্রুপ থিয়েটার মিলে যা শেক্সপীয়ার করেছে তা এক আঙ্গুলে গুনে ফেলা যায়। এর মধ্যে এল. টি. জি-র আমলে 'ওথেলো' এবং 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' (এ মিডসামার নাইট'স ড্রীম) আর এলটি -র প্রয়োজনায় 'ম্যাকবেথ' দেখেছি। ওদের করা ইংরেজী 'ওথেলো' দেখেছি। খুবই পরিতাপের কথা, শেক্সপীয়ার উৎপল দত্তের হাতে পড়েও তেমন ওৎরালো না। আর কেউ তো চেষ্টাই করে নি। বহুরূপী, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা এঁদের কাউকেই কখনো শেক্সপীয়ার প্রযোজনায় এমনকি চেষ্টাও করতে দেখলাম না। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা সময়ে শেক্সপীয়ার করার স্বপ্নের কথা বলতে শুনেছি। মৃত্যুর ঠিক আগের দিনগুলোতে উনি নাকি অন্য অনেক নাটকের সঙ্গে 'দি টেমপেস্ট' নাটকের বাংলা মঞ্চায়নের কথা ভাবছিলেন। কাজও শু করেছিলেন। যদি একথা সত্যি হয় তবে আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর সে কাজ আমাদের দেখা হ'ল না।

আমি মধ্যে মধ্যে ভাবি, কেন আমরা শেক্সপীয়ার করি না। বা করতে ভয় পাই। আমি তো কিছু পন্ডিত লোক নই। কিন্তু আমার তো শেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে খুবই ভালো লাগে, পড়লেই উত্তেজনা হয়। রক্ত চলাচল দ্রুত হয়। কোনো ঘটমটে গন্ডগোলের তত্ত্ব নেই! অথচ কত রঙে রঙীন! কত ঘটনায় বিচিত্র! কত আশর্চ্য চরিত্রের মিছিলে উজ্জ্বল। কমেডিগুলো কি রকম মন ভরিয়ে দেয়! ট্রাজেডিগুলো যতবারই পড়ো কী গভীর বিষাদ এবং উদাসীনতা জাগায়! ভেতর পর্যন্ত নাড়া দেয় কত সহজে। সারা পৃথিবীর থিয়েটারের লোকের কাছে তো শেক্সপীয়ার একটি খনি বা সমুদ্রের মতে। খোঁড়ো বা ডুব দাও, অনেক পাবে। তোমার যতটা দাম তার ওপর নির্ভর করবে তুমি কতটা যাবে তাঁর ভেতরে। কিন্তু তিনি ফুরোবেন না। চারশো বছর ধরে অতলান্ত!

আমরা তাঁর ধারে - কাছে ঘেঁসিনা কেন? তিনি কিন্তু আর আধুনিক নেই? পুরানো হয়ে গেছেন? এখন বাতিলদের দলে? একথা তো মেনে নেওয়া মুশকিল। সবচেয়ে আধুনিক অগ্রবর্তী দেশ গুলোতেও এখন শেক্সপীয়ার ভীষন জনপ্রিয়। রাশিয়ার কথা সর্বাগ্রে মনে আসে এ প্রসঙ্গে। ওদেশের মঞ্চে শেক্সপীয়ার প্রযোজনার নমুনা আমরা এখনো এদেশে দেখিনি। কিন্তু ওদের সমকালীন চলচ্চিত্রের সবচেয়ে প্রচণ্ড কিছু কাজ শেক্সপীয়ারের নাটকেরই চিত্ররূপ। সেগুলো তো কলকাতাতেও খুব জনপ্রিয়। এর আগে অরসন ওয়েলস, জন্মগিলগুড বা লরেন্স ওলিভিয়েরে শেক্সপীয়ার চিত্রায়ন দেখে আমরা কতবার আমূল শিহরিত হয়েছি এই কলকাতাতেই। শেক্সপীয়ার এখানে স্কুল কলেজের পাঠ্য। শেক্সপীয়ারের ওপর বাংলায় মৌলিক আলোচনার বই আছে। শুধু শেক্সপীয়ার পড়িয়ে বিখ্যাত এমন অধ্যাপকদের তালিকা কম দীর্ঘ নয় কলকাতায়। তবে কেন আমাদের থিয়েটার শেক্সপীয়ারকে চৌকাঠেরবাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? ভেবে পাই না আমি।

আরো ধন্দ লাগে যখন দেখি যে বহুকাল আগে বাংলা থিয়েটারের সূচনা পর্বেই কিন্তু শেক্সপীয়ারের সঙ্গেমোলাকাত ঘটে গিয়েছিল আমাদের। কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারে শেক্সপীয়ারের বহু নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর অভিনীত হয়েছে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ 'ম্যাকবেথ' তো এখনো স্মরণীয় অনুবাদ হিসেবে। আর নাম না করে কত চুরি যে হয়েছে শেক্সপীয়ার থেকে তার আর অন্ত নেই। এই শেক্সপীয়ার - চর্চা পরবর্তীকালে মৌলিক বাংলা নাটক রচনাকেও বহুদূর পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে গিরিশ পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম বাঙালী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বহু ন

াটকের গঠনে, ভাষায়, আবেগের ব্যবহারের শেক্সপীয়ারের সুস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। তবু এ প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠককে 'কিং লীয়ার' এবং 'সাজাহান' মিলিয়ে পড়ে দেখতে বলি। এই বাংলা ন াটকটির এমন কি চরিত্রগুলি পর্যন্ত শেক্সপীয়রীয় চরিত্র পরিকল্পনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রানিত। এই ধারা শচীন সেনগুপ্ত পর্যন্ত বহমান।

অথচ চল্লিশের দশক থেকে যে আধুনিক থিয়েটারের আন্দোলন শু হ'ল সেখান থেকে শেক্সপীয়ারকে আমরা সযত্নে বাদ দিয়ে রাখলাম। আমরা সমকালীন হবার চেষ্টা বিশ শতকের ইয়োরোপীয় থিয়েটারের প্রতিটি দরজায় মাথা খুঁড়ে মরলাম। কিন্তু যে চিরকাল আসলে সমকাল বলেই চিরকাল, সেই শেক্সপীয়ার আমাদের টানলেন না। এর কারণগুলো খুঁজে দেখ া হয়নি কখনো ভালো করে। কিন্তু খুঁজে দেখা দরকার। শেক্সপীয়ার তো শুধু ইংরেজের নয়। জার্মানির শেক্সপীয়ার সে নিজের মত করে উপভোগ করে। রাশিয়ার নিজের শেক্সপীয়ার আছে। পৃথিবীর সব নাট্য সংস্কৃতি মাত্রেই শেক্সপীয়ারকে আত্মস্থ করে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। বাঙালীরও নিজের একটা শেক্সপীয়ার ছিল বা গড়ে উঠেছিলো। ক্লাসম থেকে ন াট্যমঞ্চ পর্যন্ত শেক্সপীয়ারের সেই বাঙালীচর্চা হঠাৎ আটকে গেছে। এখন ক্লাস ঘরে তাঁকে পড়া হচ্ছে। নিজের অভিজ্ঞত ায় জানি, আঠেরো থেকে চবিবশ বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা (আমাদের থেকে অনেক বেশী 'আধুনিক' তারা) কলেজ ও ৰিবিদ্যালয়ে সোৎসাহে উপভোগ করছে শেক্সপীয়ারকে। অথচ আমাদের মঞ্চ থেকে নির্বাসিত এই মহাকবি।

কেন, আমি আগেই বলেছি, আমি জানিনা। দু চারটে কারন যা মনে হয়, যদি স্পর্ধা মনে না করেন তো নিবেদন করি। ক াউকে খোঁচা দেবার জন্য কথাগুলো লিখছি না। লিখছি মনের দুঃখে। আসলে আমাদের থিয়েটারটা এখন অশিক্ষায় আর কুশিক্ষায় ভরে গেছে। আমাদের যে - কোন নাটকের দলের প্রধান ব্যক্তিটিকেই জিজ্ঞেস করতো, রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয় ারের নাটক কটা পড়েছেন? যদি তেনারা মুখ বাঁচাতে মিথ্যে কথা না বলেন তো দেখবেন হাল - চাল খুব খারাপ। তিনি নিজেই শেক্সপীয়ার পড়েছেন তিনটে, তার মধ্যে দুটো কলেজে পরীক্ষার পড়া ছিল বলে। আর রবি ঠাকুর কুল্লে খান পঁ াচেক। এর মধ্যে একটা কলেজের পাঠ্য ছিল। দুটোতে (জেনারেলি 'মুকুট' আর 'ডাকঘর') তিনি ছোট বেলায় পার্ট করেছেন। আর একটায় বড় হয়ে রিহার্সাল দিয়েছেন (জেনারেলি 'বিসর্জন')।

এই যদি হীরোর অবস্থা হয়, তবে ভাবুন দলে তিনি যাঁদের থিয়েটার শেখান তাদের কী শেখাবেন। ব্রেখটের একটা চটক অ াছে বাইরের। তাই ব্রেখট খুব কাটছে বাজারে। ওটা পুরনো হোক, দেখবেন গভীরতার সভ্যতর ব্রেখট আবিষ্কারে আন াদের উৎসাহ কেমন অদৃশ্য হয়ে যায়। নাট্যকর্মী ও দর্শকের এই ব্যাপক শিক্ষাহীনতার জন্য শেক্সপীয়ারের সঙ্গে আম াদের পরিচয়টা আটকে গেছে। বা বলা যায়, ঘটেই উঠেছে না। তাই শেক্সপীয়ার প্রযোজনাতে ও এত ভয়, এত অনীহা।

আর একটা কারণ, শেক্সপীয়ারে সুলভ বিপ্লবীয়ানা নেই। জীবনের গভীর অথচ সহজ, জটিল অথচ মনোগ্রাহী নাট্যভ্যষা আছে। বেঁচে থাকার সুখ দুঃখ নিয়ে নিরন্তর আবেগের কাব্য আছে। কিন্তু শ্লোগান নেই। তবে তো মহা মুশকিল। থিয়েটার চুলোয় যাক, কিন্তু বিপ্লব! তার তো সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা চাই। তা সে রকম কোনো লাল গনেশ তো শেক্সপীয়ারে ঝট করে চে াখে পড়ে না। তবে কি করে তেনাকে.... ? অথচ গভীরতর বিপ্লবের আশর্চ্য ইঙ্গিত যে শেক্সপীয়ারের ছত্রে - ছত্রে লুকানো আছে তা মন দিয়ে পড়লেই, বোঝা যায়। তাতেও না বুঝলে উৎপল দত্তের অসামান্য বইটি সহজ তীক্ষ্ণ বাংলায় লেখা হয়ে রয়েছে। কষ্ট করে খুলে দেখলেই হয়।

এর ওপরেও অবশ্য আছে অনুবাদের সমস্যা । এত ঝামেলা সত্ত্বেও যদি কেউ সাহস করে শেক্সপীয়ার করে দেখতে চায় তো ভালো বাংলা অনুবাদ একেবারেই পায় না। শেক্সপীয়ার অনুবাদ করা সহজ ও নয়। ইংরেজী জানতে হবে। চারশো বছরের পুরনো ইংরেজী জানতে হবে। সেই সময়ের থিয়েটার ও স্টেজ জানতে হবে। সেই সময়ের অন্য নাটকও জানলে ভ ালো হয়। সেই যুগের ইতিহাস জানতে হবে। বাংলা জানতে হবে। নাটক ও কবিতা দুটো মোটামুটি বুঝতে হবে। এত গুণ নিয়ে শেক্সপীয়ারকে আত্রমণ করা অনেক সময় একার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন দল বেঁধে অনুবাদ করলেও হয়। কিন্তু অত উৎসাহ ও শৃঙ্খলা আমাদের থিয়েটারে আর নেই।

সর্বোপরি অভিনয়ের সমস্যা। সাদামাটা সহজ হুল্লোড়ের কমেডিই হোক বা গভীর ট্যাজিডির মন ছোঁওয়া আবেদনই হে াক--- তাকে অভিনয়েই ফোটাতে হবে। শুধুমাত্র অভিনয়ে। পোশাক - আশাক, রূপসজ্জা, আলো, মঞ্চসজ্জা, সঙ্গীত, ধবনি সবই সাহায্য করবে অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয়ই সব নাটকের মত শেক্সপীয়ারের ন

াটকেরও প্রাণ। বা বলা যায় প্রাণ সঞ্চারকারী মূল শক্তি। সেই অভিনয় সহজে কিস্তিমাত করা কিছুকায়দাবাজী মাত্র নয়। জীবন ও জগতের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও আবেগের রূপায়ণ ঘটাতে হবে সেই অভিনয়ে। জটিলতার নানা স্তরকে ধরতে হবে কথায়, মুখের অভিব্যক্তিতে, শরীরের ব্যবহারে। শরীরও মনের প্রচণ্ড চর্চা ও বৃদ্ধিচাই। সে সব কে করে বলুন তো? কখনই বা করে? করায়ই বা কে? শেখাবে কে? শিখবে কারা? অত সময় নেই,মশাই। ধৈর্য্য নেই। তাছাড়া অত করেও যদি নাটক না জমে? যদি দর্শক আওয়াজ দেয় শেক্সপীয়ারকে? কঠিন অথচ সহজ, গভীর অথচ সুন্দর সৃষ্টির ঘরানাতো উঠে গেছে। তবে আর দুঃখ কিসের? বেচারা চারশো বছরের বুড়ো উইল না হয় আরো কিছুকাল বাইরে দাঁড়িয়েই বইল। তাতে কার কি যাবে আসবে?

পুনশ্চ।।
ষোল - সতের বছর আগে লেখা এই নিবন্ধটি পড়ে মনে হল এর প্রায় সব কথাই এখনও আমার কাছে সত্য ঠেকছে। এটি রচনার পর গত দেড় দশকে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ বনিক প্রযোজিত 'কিং লীলায়' ও 'দি টেমপেস্ট'-এর বাংলা মঞ্চায়ন ঘটেছে। তবু মূল পরিস্থিতি ও তার মধে নিহিত বাস্তব এখনও অ পরিবর্তিত। তাই মনে হল, রচনাটি আবার বাংলা থিয়েটারের ছাত্রদের কাছে পেশ করলে ক্ষতি কী?

সাহিত্য সমাজ থেকে সংগৃহীত